সমকাল

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ২ ......

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

নিরক্ষরতার অভিশাপ আর নয়

বাংলাদেশ শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে যথেষ্টই সফল। দেশের লোকসংখ্যা ১৬ কোটি ধরা হয়। এর মধ্যে দুই কোটির মতো শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি হয়। এর বাইরেও মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন এবং বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। এক দশক আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল এক কোটি ৬০ লাখের মতো। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী প্রায় সব শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করতে পেরেছে। গোটা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে যে, বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের প্রায় শতভাগই স্কুলে যাচ্ছে। এর পেছনে সরকারের উদ্যোগই মুখ্য। বিদ্যালয় ভবনসহ অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদানের দায়িত্বও সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছর পাচ্ছে বিনামূল্যে বই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বয়স্কদের সাক্ষর করার বহুমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না। সোমবার সমকালসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৬১ শতাংশ। এক বছর আগের তুলনায় এ হার ৩ শতাংশ কমেছে। হিসাবটি তুলে ধরা হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেই। শিক্ষার প্রসারে সরকারের প্রশংসনীয় আয়োজনের পরও নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা কেন বাড়ছে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিক। যাদের আমরা সাক্ষর বলছি; তারাও কি কেবল নাম সই করতে পারছে, নাকি দৈনন্দিন জীবনযাপনে অপরিহার্য কিছু লেখাপড়া জানছে– সে প্রশ্নও আলোচনায় রয়েছে। প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় একটি নির্দিষ্ট স্লোগান সামনে রেখে। এবারের স্লোগান– সাক্ষরতা আর দক্ষতা, টেকসই সমাজের মূল কথা। এ স্লোগান থেকে স্পষ্ট, কেবল টিপ সইয়ের পরিবর্তে নাম লিখতে পারলেই চলবে না, প্রতিটি নারী-পুরুষকে এমন কিছু দক্ষতা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করতে হবে, যা তাদের জীবনযাপন সহজ করে দেয়। কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্যও তা অপরিহার্য। সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা আড়াই কোটি। এই বয়স্ক জনগোষ্ঠীর বড় অংশ কৃষি ও শিল্প খাতসহ নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। তাদের জীবনমুখী কিছু শিক্ষা দিতেই হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যে আয়োজন রয়েছে তার যাতে যথাযথ ব্যবহার হয়, এর প্রতি নজর দিতে হবে। সম্ভবত বর্তমান চিত্রটি এমন– 'কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই।' সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের সাক্ষর করে তোলায় যে বরাদ্দ দেয় তার উল্লেখযোগ্য অংশই প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয় হয় না। এনজিওগুলোও দেশ-বিদেশের নানা সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বয়স্কদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু তাদের সফলতার দাবি ও বাস্তবতার মধ্যেও সম্ভবত ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পাঁচ কোটি। প্রকৃতপক্ষে আমরা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সফলতা দাবি করতেই পারি। তাহলে বয়স্কদের নিরক্ষরতা কেন দূর করা সম্ভব হবে না? যে দেশের নবীন প্রজন্মের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়, সেখানে কেন প্রায় ৪০ শতাংশ বয়স্ক নাগরিক নিরক্ষর থাকবেন? এ অভিশাপ থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।